سورة التطفيف

সূরা তাৎফীফ

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৩৬ আয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝٢ وَإِذَا
كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝٣ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ ۝٤ لِيَوْمٍ
عَظِيمٍ ۝٥ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝٦ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ
لَفِي سِجِّينٍ ۝٧ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ۝٨ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۝٩ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝١٠ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝١١ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ
أَثِيمٍ ۝١٢ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝١٣ كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ
عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝١٤ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ۝١٥
ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ۝١٦ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝١٧
كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ۝١٨ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ۝١٩ كِتَابٌ
مَّرْقُومٌ ۝٢٠ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ۝٢١ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝٢٢ عَلَى الْأَرَائِكِ
يَنظُرُونَ ۝٢٣ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ۝٢٤ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ
مَّخْتُومٍ ۝٢٥ خِتَامُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ۝٢٦ وَمِزَاجُهُ مِن
تَسْنِيمٍ ۝٢٧ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۝٢٨ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ
آمَنُوا يَضْحَكُونَ ۝٢٩ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۝٣٠ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ

انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) যারা মাপে কম করে, তাদের জন্য দুর্ভোগ, (২) যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণমাত্রায় নেয় (৩) এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। (৪) তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে (৫) সেই মহাদিবসে, (৬) যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব পালনকর্তার সামনে! (৭) এটা কিছুতেই উচিত নয়, নিশ্চয় পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে। (৮) আপনি জানেন, সিজ্জীন কি? (৯) এটা লিপিবদ্ধ খাতা। (১০) সেদিন দুর্ভোগ হবে মিথ্যা-রোপকারীদের, (১১) যারা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যারোপ করে। (১২) প্রত্যেক সীমা-লংঘনকারী পাপিষ্ঠই কেবল একে মিথ্যারোপ করে। (১৩) তার কাছে আমার আয়াত-সমূহ পাঠ করা হলে সে বলেঃ পুরাকালের উপকথা! (১৪) কখনও না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। (১৫) কখনও না, তারা সেদিন তাদের পালনকর্তার থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে। (১৬) অতঃপর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (১৭) এরপর বলা হবেঃ একেই তো তোমরা মিথ্যারোপ করতে। (১৮) কখনও না, নিশ্চয় সৎলোকদের আমলনামা আছে ইল্লিয়্যীনে। (১৯) আপনি জানেন ইল্লিয়্যীন কি? (২০) এটা লিপিবদ্ধ খাতা। (২১) আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ একে প্রত্যক্ষ করে। (২২) নিশ্চয় সৎলোকগণ থাকবে পরম আরামে, (২৩) সিংহাসনে বসে অবলোকন করবে। (২৪) আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবেন। (২৫) তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ শরাব পান করানো হবে। (২৬) তার মোহর হবে কস্তুরি। এবিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। (২৭) তার মিশ্রণ হবে তসনীমের পানি। (২৮) এটা একটা ঝরনা, যার পানি পান করবে নৈকট্য-শীলগণ। (২৯) যারা অপরাধী, তারা বিশ্বাসীদেরকে উপহাস করত (৩০) এবং তারা যখন তাদের কাছ দিয়ে গমন করত তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত। (৩১) তারা যখন তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত, তখনও হাসাহাসি করে ফিরত। (৩২) আর যখন তারা বিশ্বাসীদেরকে দেখত, তখন বলতঃ নিশ্চয় এরা বিভ্রান্ত। (৩৩) অথচ তারা বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধায়করূপে প্রেরিত হয়নি। (৩৪) আজ যারা বিশ্বাসী, তারা কাফিরদেরকে উপহাস করছে (৩৫) সিংহাসনে বসে তাদেরকে অবলোকন করছে, (৩৬) কাফিররা যা করত, তার প্রতিফল পেয়েছে তো?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা মাপে কম করে, তাদের জন্য বড় দুর্ভোগ, তারা যখন লোকের কাছ থেকে (নিজেদের প্রাপ্য) মেপে নেয়, তখন পূর্ণমাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। (অবশ্য লোকদের কাছ থেকে নিজের প্রাপ্য পূর্ণমাত্রায় নেওয়া নিন্দনীয় নয় কিন্তু এ কাজের নিন্দা করা এর উদ্দেশ্য নয় বরং কম দেওয়ার নিন্দাকে জোরদার করার জন্য এর উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ কম দেওয়া যদিও এমনিতে নিন্দনীয় কিন্তু এর সাথে অপরের এতটুকুও খাতির না করা আরও বেশী নিন্দনীয়। যে অপরের খাতির করে, তার মধ্যে কম দেওয়ার দোষ থাকলেও একটি গুণও রয়েছে। তাই প্রথমোক্ত ব্যক্তির দোষ গুরুতর। এখানে আসল উদ্দেশ্য কম দেওয়ার নিন্দা করা, তাই মাপ ও ওজন উভয়টিই উল্লিখিত হয়েছে। পূর্ণমাত্রায় নেওয়া এমনিতে দূষণীয় নয়; তাই এক্ষেত্রে মাপ ও ওজন উভয়টি উল্লেখ করা হয়নি বরং মাপের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। মাপের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, আরবে মাপের প্রচলনই বেশী ছিল; বিশেষত আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ হলে---যেমন, রূহল মা'আনী বর্ণনা করেছেন---এই কারণ, আরও সুস্পষ্ট। কেননা, মদীনায় মাপের প্রচলন মক্কার চেয়ে বেশী ছিল; অতঃপর যারা এরূপ করে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে) তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা এক মহাদিবসে পুনরুত্থিত হবে, যেদিন সব মানুষ বিশ্ব পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হবে? (অর্থাৎ সেদিনকে ভয় করা উচিত এবং মানুষের হক নষ্ট করা থেকে বিরত থাকা উচিত। এই পুনরুত্থান ও প্রতিদানের কথা শুনে মু'মিন-গণ ভীত হয়ে গেল এবং কাফিররা অস্বীকার করতে লাগল। অতঃপর কাফিরদেরকে হুঁশিয়ার করে উভয়পক্ষের প্রতিদান ও শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। কাফিররা যেমন প্রতি-দান ও শাস্তিকে অস্বীকার করে) কখনও (এরূপ) নয়; (বরং প্রতিদান ও শাস্তি অবশ্য-ম্ভাবী এবং যেসব কর্মের কারণে প্রতিদান ও শাস্তি হবে তাও সুনির্দিষ্ট। এর বিবরণ এই যে) পাপাচারীদের (অর্থাৎ কাফিরদের) আমলনামা সিজ্জীনে থাকবে [এটা সপ্তম যমীনে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। এটা কাফিরদের আত্মারও স্থান।---(ইবনে কাসীর, দুররে মনসূর) অতঃপর সতর্ক করার পর প্রশ্ন করা হয়েছে ঃ] আপনি জানেন সিজ্জীনে রক্ষিত আমলনামা কি? এটা এক চিহ্নিত খাতা। [চিহ্নিত মানে মোহরকৃত---(দুররে মনসূর) উদ্দেশ্য এই যে, এতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। সারকথা এই যে, কর্মসমূহ সংরক্ষিত রয়েছে। এতে প্রমাণিত হল যে, প্রতিদান সত্য। প্রতিদান এই যে] সেদিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) মিথ্যারোপকারীদের বড়ই দুর্ভোগ হবে। যারা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যা-রোপ করে। একে তারাই মিথ্যারোপ করে, যারা সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠ। তার কাছে যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে বলে ঃ এগুলো সেকালের উপকথা। (উদ্দেশ্য একথা বলা যে, যে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসকে মিথ্যারোপ করে, সে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ এবং কোরআন অস্বীকারকারী। তারা একে মিথ্যা বলছে) কখনও এরূপ নয়, (তাদের কাছে এর কোন প্রমাণ নেই) বরং (আসল কারণ এই যে) তারা যা করে, তাই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়েছে। (এর কারণে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে অস্বীকার করছে। তারা যেমন মনে করছে) কখনও এরূপ নয়। (তাদের দুর্ভোগ

এই যে) তারা সেদিন তাদের পালনকর্তার থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে (শুধু তাই নয়; বরং) তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এরপর তাদেরকে বলা হবেঃ একেই তো তোমরা মিথ্যারোপ করতে। (তারা নিজেদের শাস্তিকে যেমন মিথ্যা মনে করত। তেমনি মু'মিন-গণের প্রতিদানকেও মিথ্যা মনে করত। তাই হুঁশিয়ার করা হয়েছে) কখনও এরূপ নয়; (বরং তাদের প্রতিদান অবশ্যই হবে। তা এরূপ যে) সৎলোকদের আমলনামা ইল্লিয়্যীনে থাকবে। [এটা সপ্তম আকাশে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। এখানে মু'মিনগণের আত্মা থাকে।---(ইবনে কাসীর) অতঃপর বোঝাবার জন্য প্রশ্ন করা হয়েছেঃ] আপনি জানেন ইল্লিয়্যীনে রক্ষিত আমলনামা কি? এটা একটা চিহ্নিত খাতা। আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ একে (আগ্রহভরে) দেখে। (এটা মু'মিনের বিরাট সম্মান। রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত আছে যখন ফেরেশতাগণ মু'মিনদের রূহ্ কবজ করে নিয়ে যায়, তখন প্রত্যেক আকা-শের নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ তার সাথী হয়ে যায়। অবশেষে সপ্তম আকাশে পৌঁছে রূহ্‌টি রেখে দেওয়া হয়। অতঃপর ফেরেশতাগণ তার আমলনামা দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে। অতঃপর আমলনামা খুলে দেখানো হয়)। সৎলোকগণ খুব স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে। সিংহাসনে বসে (জান্নাতের দৃশ্যাবলী) অবলোকন করবে। (হে পাঠক) তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবে। তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ শরাব পান করানো হবে, যার মোহর হবে কস্তুরি। আকাঙ্ক্ষাকারীদের এমন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত। (অর্থাৎ শরাব হোক কিংবা জান্নাতের নিয়ামতরাজি হোক, আকাঙ্ক্ষা করার জিনিস এগুলোই---দুনিয়ার অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নয়। সৎকর্ম দ্বারাই সেসব নিয়ামত অর্জিত হয়। অতএব, এ ব্যাপারে চেষ্টিত হওয়া দরকার) এই শরাবের মিশ্রণ হবে তসনীমের পানি। (আরবরা সাধারণত শরাবে পানি মিশিয়ে পান করত। জান্নাতের শরাবে তসনীমের পানি মিশানো হবে)। তসনীম এমন একটি ঝরনা, যার পানি নৈকট্যশীলগণ পান করবে। [উদ্দেশ্য এই যে, নৈকট্যশীলগণ তো এর পানি পান করার জন্যই পাবে এবং আসহাবুল ইয়ামীন অর্থাৎ সৎকর্মশীলগণ শরাবে মিলিত অবস্থায় এর পানি পাবে।---(দুররে মনসূর) শরাবে মোহর করা সম্মানের আলামত। নতুবা জান্নাতে এ ধরনের হিফাযতের প্রয়োজন নেই। জান্নাতে শরাবের পাত্রের মুখে গালার পরিবর্তে কস্তুরি লাগিয়ে মোহর করা হবে। উভয়পক্ষের পৃথক পৃথক প্রতিদান বর্ণনা করার পর এখন উভয়পক্ষের মোটামুটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে]। যারা অপরাধী (অর্থাৎ কাফির ছিল), তারা বিশ্বাসীদেরকে (দুনিয়াতে ঘৃণা প্রকাশার্থে) উপহাস করত এবং বিশ্বা-সীরা যখন তাদের কাছ দিয়ে গমন করত, তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত। যখন তারা তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত, তখনও উপহাস করতে করতে ফিরত। (উদ্দেশ্য এই যে, সামনে-পশ্চাতে সর্বাবস্থায় ঠাট্টাবিদ্রূপই করত। তবে সামনে ইশারা করত এবং পশ্চাতে স্পষ্টভাষায় বিদ্রূপ করত)। আর যখন তারা বিশ্বাসীদেরকে দেখত, তখন বলতঃ নিশ্চিতই এরা পথভ্রষ্ট। (কারণ, কাফিররা ইসলামকে পথভ্রষ্টতা মনে করত)। অথচ তারা বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধায়করূপে প্রেরিত হয়নি। (অর্থাৎ নিজেদের চিন্তা করাই তাদের কর্তব্য ছিল। তারা বিশ্বাসীদের চিন্তায় মশগুল হল কেন? অতএব তারা দ্বিবিধ ভ্রান্তিতে পতিত ছিল---এক. সত্যপন্থীদেরকে উপহাস করা এবং দুই. শুদ্ধি

চিন্তা না করা।) অতএব, আজ যারা বিশ্বাসী, তারা কাফিরদেরকে উপহাস করবে, সিংহাসনে বসে তাদের অবস্থা নিরীক্ষণ করবে।—[দুররে-মনসূরে কাতাদাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, কোন কোন খিড়কী ও জানালা দিয়ে জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে দেখতে পাবে। তারা তাদের দুর্দশা দেখে প্রতিশোধ গ্রহণের ছলে তাদেরকে উপহাস করবে]। বাস্তবিকই কাফিররা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল পেয়ে গেছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা তাৎফীফ্ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর মতে মক্কায় অবতীর্ণ এবং হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ্ (রা) মুকাতিল ও যাহ্হাক (র)-এর মতে মদীনায় অবতীর্ণ কিন্তু মাত্র আটটি আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ। ইমাম নাসায়ী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় তশরীফ আনেন, তখন মদীনাবাসীদের সাধারণ কাজ-কারবার 'কায়ল' তথা মাপের মাধ্যমে সম্পন্ন হত। তারা এ ব্যাপারে চুরি করা ও কম মাপায় খুবই অভ্যস্ত ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা তাৎফীফ্ অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আরও বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় পৌঁছার পর সর্বপ্রথম এই সূরা অবতীর্ণ হয়। কারণ, মদীনাবাসীদের মধ্যে তখন এ বিষয়ের ব্যাপক প্রচলন ছিল যে, তারা নিজেরা কারও কাছ থেকে সওদা নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করত এবং অন্যের কাছে বিক্রি করার সময় মাপে কম দিত। এই সূরা নাযিল হওয়ার পর তারা এই বদ-অভ্যাস থেকে বিরত হয় এবং এমন বিরত হয় যে, আজ পর্যন্ত তাদের এই সুখ্যাতি সর্বজনবিদিত।—(মাযহারী)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ—تَطْفِيف-এর অর্থ মাপে কম করা। যে এরূপ করে, তাকে বলা হয় مطفف-কোরআনের এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাপে কম করা হারাম।

تطفيف-কেবল মাপে কম করার মধ্যেই সীমিত নয় বরং যে কোন ব্যাপারে প্রাপককে প্রাপ্য থেকে কম দেয়াও تطفيف-এর অন্তর্ভুক্ত ঃ কোরআন ও হাদীসে মাপ ও ওজনে কম করাকে হারাম করা হয়েছে। সাধারণভাবে কাজ-কারবারে লেনদেনে এই দুই উপায়েই সম্পন্ন হয় এবং প্রাপকের প্রাপ্য আদায় হল কি না, তা এই দুই উপায়েই নির্ণীত হয়। প্রত্যেক প্রাপকের প্রাপ্য পূর্ণমাত্রায় দেওয়াই যে এর উদ্দেশ্য, একথা বলাই বাহুল্য। অতএব বোঝা গেল যে, এটা শুধু মাপ ও ওজনের মধ্যেই সীমিত থাকবে না বরং মাপ ও ওজনের মাধ্যমে হোক, গণনার মাধ্যমে হোক অথবা অন্য যে কোন পন্থায় প্রাপককে তার প্রাপ্য কম দিলে তা تطفيف-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে।

মুয়াত্তা ইমাম মালেকে আছে, হযরত উমর (রা) জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে নামাযের রুকূ-সিজদা ইত্যাদি ঠিকমত করে না এবং দ্রুত নামায শেষ করে দেয়। তিনি তাকে বললেন ঃ لقد طففت -অর্থাৎ তুমি আল্লাহ্র প্রাপ্য আদায়ে تطفيف-করেছ।

এই উক্তি উদ্ধৃত করে হযরত ইমাম মালেক (র) বলেনঃ لكل شيئ وفاء وتطفيف - অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় দেওয়া ও কম করা আছে, এমনকি নামায ও অযুর মধ্যেও। এমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অন্যান্য হক ও ইবাদতে এবং বান্দার নির্দিষ্ট হকে ত্রুটি ও কম করে, সেও تطفيف -এর অপরাধে অপরাধী। মজুর, কর্মচারী যতটুকু সময় কাজ-করার চুক্তি করে, তাতে কম করাও অন্যায় এবং প্রচলিত নিয়মের বরখেলাফ, কাজে অলসতা করাও নাজায়েয। এসব ব্যাপারে সাধারণ লোক, এমনকি আলিমদের মধ্যেও অনবধানতা পরিদৃষ্ট হয়। তারা চাকুরীর কর্তব্যে ত্রুটি করাকে পাপই গণ্য করে না।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ خمس بخمس -অর্থাৎ পাঁচটি গোনাহের শাস্তি পাঁচটি—১. যে ব্যক্তি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আল্লাহ্ তার উপর শত্রুকে প্রবল ও জয়ী করে দেন। ২. যে জাতি আল্লাহ্‌র আইন পরিত্যাগ করে অন্যান্য আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে, তাদের মধ্যে দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন ব্যাপক আকার ধারণ করে। ৩. যে জাতির মধ্যে অশ্লীলতা ও ব্যভিচার ব্যাপক হয়ে যায়, আল্লাহ্ তাদের উপর প্লেগ ও অন্যান্য মহামারী চাপিয়ে দেন। ৪. যারা মাপ ও ওজনে কম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে দুর্ভিক্ষের সাজা দেন। ৫. যারা যাকাত আদায় করে না, আল্লাহ্ তাদেরকে বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করে দেন।—(কুরতুবী)

তিবরানীর এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেনঃ যে জাতির মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ চুরি প্রচলিত হয়ে যায়, আল্লাহ্ তাদের অন্তরে শত্রুর ভয়ভীতি চাপিয়ে দেন, যে জাতির মধ্যে সুদের প্রচলন হয়ে যায়, তাদের মধ্যে মৃত্যুর প্রাচুর্য দেখা দেয়, যে জাতি মাপ ও ওজনে কম করে, আল্লাহ্ তাদের রিযিক বন্ধ করে দেন, যে জাতি ন্যায়ের বিপরীতে ফয়সালা করে, তাদের মধ্যে হত্যা ও খুন-খারাবী ব্যাপক হয়ে যায় এবং যারা চুক্তির ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আল্লাহ্ তাদের উপর শত্রুকে প্রবল করে দেন।—(মাযহারী)

দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও রিযিক বন্ধ করার বিভিন্ন উপায়ঃ হাদীসে বর্ণিত রিযিক বন্ধ করা কয়েক উপায়ে হতে পারে—১. রিযিক থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে, ২. রিযিক মওজুদ আছে কিন্তু তা খেতে পারে না কিংবা ব্যবহার করতে পারে না; যেমন আজকাল অনেক অসুখ-বিসুখে এরূপ হতে দেখা যায় এবং এটা বর্তমান যুগে খুবই ব্যাপক। এমনিভাবে দুর্ভিক্ষ কয়েক প্রকারে হাতে পারে—১. প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেলে এবং ২. দ্রব্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেলে। আজকাল অধিকাংশ জিনিসপত্রে এটাই প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। হাদীসে বর্ণিত দারিদ্র্যের অর্থও কেবল টাকা-পয়সা এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র না থাকা নয় বরং দারিদ্র্যের আসল অর্থ পরমুখাপেক্ষিতা ও অভাব-অনটন। প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাজ-কারবারে অপরের প্রতি যতবেশী মুখাপেক্ষী, সে ততবেশী দরিদ্র। বর্তমান যুগের পরিস্থিতি সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মানুষ তার বসবাস, চলাফেরা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে এমন এমন আইন-কানুনের বেড়াজালে আবদ্ধ যে, তার লোকমা ও কালেমা পর্যন্ত বিধিনিষেধের আওতাধীন। ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যেখান থেকে ইচ্ছা সেখান থেকে

ক্রয় করতে পারে না, যখন যেখানে ইচ্ছা, সেখানে সফর করতে পারে না। বিধি-নিষেধের বেড়াজাল এত বেশী যে, প্রত্যেক কাজের জন্য অফিসে যাতায়াত এবং অফিসার থেকে শুরু করে চাপরাশীদের পর্যন্ত খোশামোদ করা ছাড়া জীবন নির্বাহ করা কঠিন। এসব পর-মুখাপেক্ষিতারই তো অপর নাম দারিদ্র্য। বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে বাহ্যত যেসব সন্দেহ দেখা দিতে পারে, এই বর্ণনার মাধ্যমে তা দূরীভূত হয়ে গেল।

সিজ্জীন ও ইল্লিয়্যীন ঃ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ —سجن-এর অর্থ সংকীর্ণ জায়গায় বন্দী করা। কামূসে আছে— سجين -এর অর্থ চিরস্থায়ী কয়েদ। হাদীস ও রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, سجين -এর একটি বিশেষ স্থানের নাম। এখানে কাফিরদের রূহ্ অবস্থান করে এবং এখানেই তাদের আমলনামা থাকে। এখানে এটাও সম্ভবপর যে, এস্থানে এমন কোন খাতা আছে, যাতে সারা বিশ্বের কাফিরদের কর্মসমূহ লিপি-বদ্ধ করা হয়।

স্থানটি কোথায় অবস্থিত, এসম্পর্কে বারা ইবনে আযেব (রা)-এর এক নাতিদীর্ঘ রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ সিজ্জীন সপ্তম নিম্নস্তরে অবস্থিত এবং ইল্লিয়্যীন সপ্তম আকাশে আরশের নিচে অবস্থিত।—(মাযহারী) কোন কোন হাদীসে আরও আছে সিজ্জীন কাফির ও পাপাচারীদের আত্মার আবাসস্থল এবং ইল্লিয়্যীন মু'মিন-মুত্তাকীগণের আত্মার আবাসস্থল।

জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থান স্থল ঃ বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন যে, জান্নাত আকাশে এবং জাহান্নাম মর্ত্যে অবস্থিত। ইবনে জরীর (র) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ (সেদিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে) আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ জাহান্নামকে সপ্তম যমীন থেকে উপস্থিত করা হবে। এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, জাহান্নাম সপ্তম যমীনে আছে। সেখান থেকেই প্রজ্বলিত হবে এবং সমুদ্র ও দরিয়া তার অগ্নিতে শামিল হবে, অতঃপর সবার সামনে উপস্থিত হয়ে যাবে। এভাবে সেসব রেওয়ায়েতের মধ্যেও সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়, যেগুলোতে বলা হয়েছে যে, সিজ্জীন জাহান্নামের একটি অংশের নাম।—(মাযহারী)

كِتَابٌ مَّرْقُومٌ —এস্থলে مرقوم-এর অর্থ مختوم -(মোহরকৃত)। ইমাম বগভী ও ইবনে কাসীর (র) বলেন ঃ এটা সিজ্জীনের তফসীর নয় বরং পূর্ববর্তী كِتَابَ الْفُجَّارِ—এর বর্ণনা। অর্থ এই যে, কাফির ও পাপাচারীদের আমলনামা মোহর লাগিয়ে সংরক্ষিত করা হবে। ফলে এতে হ্রাসবৃদ্ধি ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকবে না। এই সংরক্ষণের স্থান হবে সিজ্জীন। এখানেই কাফিরদের রূহ্ জমা করা হবে।

৯১—

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ—রান-শব্দটি رين -থেকেই উদ্ভূত। অর্থ মরিচা ও ময়লা। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অন্তরে পাপের মরিচা পড়ে গেছে। মরিচা যেমন লোহাকে খেয়ে মাটিতে পরিণত করে দেয়, তেমনি তাদের পাপের মরিচা তাদের অন্তরের যোগ্যতা নিঃশেষ করে দিয়েছে। ফলে তারা ভাল ও মন্দের পার্থক্য বুঝে না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ মু'মিন ব্যক্তি কোন গোনাহ্ করলে তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। যদি সে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং সংশোধিত হয়ে যায়, তবে এই কাল দাগ মিটে যায় এবং অন্তর পূর্ববৎ উজ্জ্বল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে যদি তওবা না করে এবং গোনাহ করে যায়, তবে এই কাল দাগ তার সমস্ত অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। একেই আয়াতে رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم —বলা হয়েছে।—(মাযহারী) পূর্বের আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, কাফিররা কোরআনকে উপকথা বলে পরিহাস করে। এই আয়াতের শুরুতে كَلَّا -বলে তাদেরকে শাসানো হয়েছে যে, তারা গোনাহের স্তূপে পড়ে অন্তরের সেই ঔজ্জ্বল্য ও যোগ্যতা খতম করে দিয়েছে, যদ্দ্বারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বোঝা যায়। এই যোগ্যতা আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের মজ্জায় গচ্ছিত রাখেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের মিথ্যারোপ কোন প্রমাণ, জ্ঞানবুদ্ধি ও সুবিবেচনা প্রসূত নয় বরং এর কারণ এই যে, তাদের অন্তর অন্ধ হয়ে গেছে। ফলে ভালমন্দ দৃষ্টিগোচরই হয় না।

إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ—অর্থাৎ কিয়ামতের দিন এই কাফিররা তাদের পালনকর্তার যিয়ারত থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং পর্দার আড়ালে অবস্থান করবে। ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র) বলেনঃ এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, সেদিন মু'মিন ও ওলীগণ আল্লাহ্ তা'আলার যিয়ারত লাভ করবে। নতুবা কাফিরদেরকে পর্দার অন্তরালে রাখার কোন উপকারিতা নেই।

জনৈক শীর্ষস্থানীয় আলিম বলেনঃ এই আয়াত এ বিষয়ের প্রমাণ যে, প্রত্যেক মানুষ প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালবাসতে বাধ্য। এ কারণেই সাধারণ কাফির ও মুশরিক যত কুফর ও শিরকেই লিপ্ত থাকুক না কেন এবং আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে যত ভ্রান্ত বিশ্বাসই পোষণ করুক না কেন, আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও ভালবাসা সবার অন্তরেই বিরাজমান থাকে। তারা নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী তাঁরই অন্বেষণ ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইবাদত করে থাকে। ভ্রান্ত পথের কারণে তারা মন্যিলে মকসুদে পৌঁছতে না পারলেও অন্বেষণ সেই মন্যিলেরই করে। আলোচ্য আয়াত থেকে এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। কেননা, কাফিরদের মধ্যে যদি আল্লাহ্র যিয়ারতের আগ্রহ না থাকত, তবে শাস্তিস্বরূপ একথা বলা হত না যে, তারা আল্লাহ্র যিয়ারত থেকে বঞ্চিত থাকবে। কারণ, যে ব্যক্তি কারও যিয়ারতের প্রত্যাশীই নয় বরং তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ, তার জন্য তার যিয়ারত থেকে বঞ্চিত করা কোন শাস্তি নয়।

اِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ —কারও কারও মতে عليين -শব্দটি علو- এর বহুবচন। উদ্দেশ্য উচ্চতা। ফাররা (র)-র মতে এটা এক জায়গার নাম —বহুবচন নয়। পূর্বোল্লিখিত বারা ইবনে আযেব (র)-এর হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইল্লিয়্যীন সপ্তম আকাশে আরশের নিচে এক স্থানের নাম। এতে মু'মিনদের রূহ্ ও আমল-নামা রাখা হয়। পরবর্তী كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ —বাক্যটিও ইল্লিয়্যীনের তফসীর নয়— সৎলোকদের আমলনামার বর্ণনা। উপরে اِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ বাক্যে এই আমল-নামার উল্লেখ আছে।

يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ —يشهد -শব্দটি شهود -থেকে উদ্ভূত। অর্থ উপস্থিত হওয়া, প্রত্যক্ষ করা। কোন কোন তফসীরকারের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সৎকর্ম-শীলদের আমলনামা নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ দেখবে অর্থাৎ তত্ত্বাবধান ও হিফাযত করবে।— (কুরতুবী) شهود --এর অর্থ উপস্থিত হওয়া নেওয়া হলে يشهده -এর সর্বনাম দ্বারা ইল্লিয়্যীন বোঝানো হবে। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, নৈকট্যশীলগণের রূহ্ এই ইল্লি-য়্যীন নামক স্থানে উপস্থিত হবে। কারণ, এটাই তাদের আবাসস্থল; যেমন সিজ্জীন কাফির-দের রূহের আবাসস্থল। সহীহ্ মুসলিমে আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর বর্ণিত একটি হাদীস এর প্রমাণ। এই হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ শহীদগণের রূহ্ আল্লাহ্র সান্নিধ্যে সবুজ পাখীদের মধ্যে থাকবে এবং জান্নাতের বাগবাগিচা ও নহরসমূহে ভ্রমণ করবে। তাদের বাসস্থানে আরশের নিচে ঝুলন্ত প্রদীপ থাকবে। এ থেকে বোঝা গেল যে, শহীদগণের রূহ্ আরশের নিচে থাকবে এবং জান্নাতে ভ্রমণ করতে পারবে। সূরা ইয়াসীনে হাবীব নাজ্জারের ঘটনায় বলা হয়েছেঃ

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ بِمَا غَفَرَ لِىْ رَبِّىْ —এ থেকে জানা যায় যে, হাবীব নাজ্জার মৃত্যুর সাথে সাথে জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। কোন কোন হাদীস দ্বারাও জানা যায় যে, মু'মিনদের রূহ্ জান্নাতে থাকবে। সবগুলোর সারমর্ম এই যে, এসব রূহের আবাসস্থল হবে সপ্তম আকাশে আরশের নিচে। জান্নাতের স্থানও এটাই। এসব রূহ্কে জান্নাতে ভ্রমণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এখানে নৈকট্যশীলগণের উচ্চ বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে যদিও এ অবস্থাটি শুধু তাদেরই উল্লেখ করা হয়েছে, তবুও প্রকৃতপক্ষে এটাই সব মু'মিনের রূহের আবাসস্থল। হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা)-এর বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ

انما نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الجنة حتى ترجع الى جسده يوم القيامة ——মু'মিনের রূহ্ পাখীর আকারে জান্নাতের বৃক্ষে ঝুলন্ত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন আবার আপন দেহে ফিরে যাবে। এই বিষয়বস্তুরই এক রেওয়ায়েত মসনদে আহমদ ও তিবরানীতে বর্ণিত হয়েছে।—(মাযহারী)

মৃত্যুর পর মানবাত্মার স্থান কোথায়? ঃ এ ব্যাপারে হাদীসসমূহ বাহ্যত বিভিন্নরূপ। সিজ্জীন ও ইল্লিয়্যীনের তফসীর প্রসঙ্গে উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, কাফিরদের আত্মা সিজ্জীনে থাকে যা সপ্তম যমীনে অবস্থিত এবং মু'মিনদের আত্মা সপ্তম আকাশে আরশের নিচে ইল্লিয়্যীনে থাকে। উল্লিখিত কতক রেওয়ায়েত থেকে আরও জানা যায় যে, কাফিরদের আত্মা জাহান্নামে এবং মু'মিনদের আত্মা জান্নাতে থাকে। আরও কতক হাদীস থেকে জানা যায় যে, মু'মিন ও কাফির উভয় শ্রেণীর আত্মা তাদের কবরে থাকে। বারা ইবনে আযেব (রা)-এর বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে আছে, যখন মু'মিনের আত্মাকে ফেরেশতাগণ আকাশে নিয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ আমার এই বান্দার আমলনামা ইল্লিয়্যীনে লিখে দাও এবং তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দাও। কেননা, আমি তাকে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করেছি, মৃত্যুর পর তাতেই ফিরিয়ে দিব এবং মাটি থেকে তাকে জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত করব। এই আদেশ পেয়ে ফেরেশতাগণ তার আত্মা কবরে ফিরিয়ে দেয়। এমনিভাবে কাফিরের আত্মার জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না এবং তাকে কবরে ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ করা হবে। ইমাম ইবনে আবদুল বার (রা) এই হাদীসকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন, যার মর্ম এই যে, মু'মিন ও কাফির সবার আত্মা মৃত্যুর পর কবরেই থাকে। উপরোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়ায়েতের মধ্যে যে বিরোধ দেখা যায়, চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এটা কোন বিরোধ নয়। কেননা, ইল্লিয়্যীনের স্থান সপ্তম আকাশে আরশের নিচে এবং জান্নাতের স্থানও সেখানেই। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ——এ থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, জান্নাত সিদরাতুল মুনতাহার সন্নিকটে। সিদরাতুল মুনতাহা যে সপ্তম আকাশে একথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই আত্মার স্থান ইল্লিয়্যীন জান্নাতের সংলগ্ন এবং আত্মাসমূহ জান্নাতের বাগিচায় ভ্রমণ করে। অতএব, আত্মার স্থান জান্নাতও বলা যায়।

এমনিভাবে কাফিরদের আত্মার স্থান সিজ্জীন—সপ্তম যমীনে অবস্থিত। হাদীস দ্বারা একথাও প্রমাণিত আছে যে. জাহান্নামও সপ্তম যমীনে অবস্থিত এবং জাহান্নামের উত্তাপ ও কষ্ট সিজ্জীনবাসীরা ভোগ করবে। তাই কাফিরদের আত্মার স্থান জাহান্নাম—একথা বলে দেওয়াও নির্ভুল। তবে যে রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, কাফিরদের আত্মা কবরে থাকে, সেই রেওয়ায়েত বাহ্যত উপরোক্ত দুই রেওয়ায়েতের বিরোধী। প্রখ্যাত তফসীরবিদ হযরত কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র) তফসীরে-মাযহারীতে এই বিরোধের

মীমাংসা দিয়ে বলেছেন ঃ এটা মোটেই অবান্তর নয় যে, আত্মাসমূহের আসল স্থান ইল্লিয়্যীন ও সিজ্জীনই। কিন্তু এসব আত্মার একটি বিশেষ যোগসূত্র কবরের সাথেও কায়েম রয়েছে। এই যোগসূত্র কিরূপ, তার স্বরূপ আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানতে পারে না। কিন্তু সূর্য ও চন্দ্র যেমন আকাশে থাকে এবং তাদের কিরণ পৃথিবীতে পড়ে পৃথিবীকেও আলোকোজ্জ্বল করে দেয় এবং উত্তপ্তও করে, তেমনিভাবে ইল্লিয়্যীন ও সিজ্জীনস্থ আত্মাসমূহের কোন অদৃশ্য যোগসূত্র কবরের সাথে থাকতে পারে। এই মীমাংসার ব্যাপারে কাযী সানাউল্লাহ্ (র)-র সুচিন্তিত বক্তব্য সূরা নাযিয়াতের তফসীরে বর্ণিত হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, রূহ্ দুই প্রকার—১. মানবদেহে প্রবিষ্ট সূক্ষ্ম দেহ। এটা বস্তুনিষ্ঠ এবং চারি উপাদানে গঠিত দেহ, কিন্তু এমন সূক্ষ্ম যে, দৃষ্টিগোচর হয় না। একেই নফস বলা হয়। ২. অবস্তুনিষ্ঠ অশরীরী রূহ্। এই রূহ্ই নফসের জীবন। কাজেই একে রূহের রূহ্ বলা যায়। মানবদেহের সাথে উভয় প্রকার রূহের সম্পর্ক আছে। কিন্তু প্রথম প্রকার রূহ্ অর্থাৎ নফ্স মানবদেহের অভ্যন্তরে থাকে। এর বের হয়ে যাওয়ারই নাম মৃত্যু। দ্বিতীয় রূহ্ প্রথম রূহের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে কিন্তু এই সম্পর্কের স্বরূপ আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। মৃত্যুর পর প্রথম রূহ্কে আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়, অতঃপর কবরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কবরই এর স্থান। আযাব ও সওয়াব এর উপরই চলে এবং দ্বিতীয় প্রকার অশরীরী রূহ্ ইল্লিয়্যীন অথবা সিজ্জীনে থাকে। এভাবে সব রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। অতএব, অশরীরী আত্মাসমূহ জান্নাতে অথবা ইল্লিয়্যীনে, জাহান্নামে অথবা সিজ্জীনে থাকে এবং প্রথম প্রকার রূহ্ তথা সূক্ষ্ম শরীরী নফ্স কবরে থাকে।

وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ — تَنَافُس-এর অর্থ কোন বিশেষ পছন্দনীয় জিনিস অর্জন করার জন্য কয়েকজনের ধাবিত হওয়ার ও দৌড়া, যাতে অপরের আগে সে তা অর্জন করে। এখানে জান্নাতের নিয়ামতরাজি উল্লেখ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা গাফিল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন ঃ আজ তোমরা যেসব বস্তুকে প্রিয় ও কাম্য মনে কর, সেগুলো অর্জন করার জন্য অগ্রে চলে যাওয়ার চেষ্টায়রত আছ, সেগুলো অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল নিয়ামত। এসব নিয়ামত প্রতিযোগিতার যোগ্য নয়। এসব ক্ষণস্থায়ী সুখের সামগ্রী হাতছাড়া হয়ে গেলেও তেমন দুঃখের কারণ নয়। হ্যাঁ, জান্নাতের নিয়ামতরাজির জন্যই প্রতিযোগিতা করা উচিত। এগুলো সবদিক দিয়ে সম্পূর্ণ চিরস্থায়ী। আকবর এলাহাবাদী মরহুম চমৎকার বলেছেন ঃ

یہ کہاں کا فسانۂ ہے سود و زیاں ، جو گیا سو گیا جو ملا سو ملا
کہو ذہن سے فرصت عمر ہے کم ، جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ — এই আয়াতে

আল্লাহ্ তা'আলা সত্যপন্থীদের সাথে মিথ্যাপন্থীদের ব্যবহারের পূর্ণ চিত্র অংকন করেছেন। কাফিররা মু'মিনদেরকে উপহাস করে হাসত, তাদেরকে সামনে দেখলে চোখ টিপে ইশারা করত। এরপর তারা যখন নিজেদের বাড়ীঘরে ফিরত, তখন মু'মিনদেরকে উপহাস করার বিষয়ে আনন্দভরে আলোচনা করত। কাফিররা মু'মিনদেরকে দেখে বাহ্যত সহানুভূতির সুরে এবং প্রকৃতপক্ষে উপহাসের ছলে বলত ঃ এ বেচারীরা বড় সরলমনা ও বেওকুফ। মুহাম্মদ তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে।

আজকালকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, যারা নব্যশিক্ষার অশুভ ফলস্বরূপ ধর্ম ও পরকালের ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে গেছে এবং আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি নামেমাত্রই বিশ্বাসী রয়ে গেছে, তারা আলিম ও ধর্মপরায়ণ লোকদের সাথে হুবহু এমনি ধরনের ব্যবহার করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে এই মর্মন্তুদ আযাব থেকে রক্ষা করুন। এই আয়াতে মু'মিন ও ধার্মিক লোকদের জন্য সান্ত্বনার যথেষ্ট বিষয়বস্তু রয়েছে। তাদের উচিত এই তথাকথিত শিক্ষিতদের উপহাসের পরোয়া না করা। জনৈক কবি বলেন ঃ

ہنسے جانے سے جب تک ہم ڈریں گے + زمانہ ہم پر ہنستا ہی رہے گا